গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
http://www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০১.৯৯.০৪৮.১৯-২৩০৩৬/২৪- তারিখ : ২২/০৮/২০১৯খ্রি.

দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গুজ্বরের ছোবল থেকে নাগরিকদের সচেতন করতে 'স্টপ ডেঙ্গু' নামে এক বিশেষ মোবাইল এ্যাপ চালু হয়েছে। এই এ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের যে কোন স্থানে মশার প্রজনন স্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করে মশা নিধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যাবে। রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় স্কাউট ভবনে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই এ্যাপের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এমপি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতাধীন অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সরকারি ও বে-সরকারি) 'স্টপ ডেঙ্গু' নামে বিশেষ মোবাইল এ্যাপটি ব্যবহারপূর্বক ডেঙ্গু প্রজনন স্থান শনাক্ত করে প্রতিরোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বিতরণ (জৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২। পরিচালক (কঃ ও প্রঃ/মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
০৩। অধ্যক্ষ (সরকারি ও বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), ...;
০৪। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ...অঞ্চল, ...;
০৫। উপ-পরিচালক .....
০৬। জেলা শিক্ষা অফিসার, ...;
০৭। প্রধান শিক্ষক (সরকারি ও বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), ...;
০৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, ইএমআইএস-সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
(পত্রটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৯। সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, ...;
১০। ....., উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ... ;
১১। ....., সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ...;
১২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
১৩। জনাব .....
১৪। সংরক্ষণ নথি।

২২/০৮/১৯

(মোঃ রুহুল মমিন)
উপ-পরিচালক (সাঃ প্রঃ)
ফোন: ৯৫৫৩৬০৭

হাজার ৪৭৬ জন এবং ছাড়পত্র পাওয়া মোট ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৪৩ হাজার ৫৮০ জন। আর শুক্রবারের তুলনায় শনিবারে নতুন
(২ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

বোমা হামলা করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসা জেএমবি এখন দুই নামের দুই ধারায় বিভক্ত। পুরনো জেএমবি ও নব্য জেএমবি; দুই নামের দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে

চালানোর চেষ্টা

জঙ্গীবিরোধী অভিযানে ভেঙ্গে পড়লেও এখনও তাদের পুরোপুরি
(৮ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)

আহত হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে শিবপুর
(২ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

কি আছে ফেরার ড়া

ফিরছে মানুষ ● অতিরিক্ত লঞ্চ ● ট্রেনের ছাদেও ড়কপথে বাসের ছাদে চাখে পড়েনি

মুসল্লিরা যখন মসজিদে নামাজের ঙ্গ কয়েকটি লঞ্চ ভিড়ল সদরঘাট ণর ঠাঁই নেই। ঈদ ফেরত যাত্রীদের লঞ্চ থেকে নেমেই যে যার গন্তব্যে ন। কয়েক হাজার যাত্রীর একত্রে য়। এরই মধ্যে এসে যায় আরও কলেও লঞ্চের ছাদ পর্যন্ত অতিরিক্ত ক ঘাটে ভিড়ছে। শুধু লঞ্চেই নয়, ফিরছে মানুষ। এমন যাত্রায় আছে ল ফেরার তাড়াও। ক্লান্তি আর ঘুম য়ে ফিরছে ঈদে বাড়ি যাওয়া মানুষ। ড়ি যাওয়া মানুষের কিছু অংশ গত হই বুধবার অফিসও করেন। আবার
(১৯ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

স্টপ ডেঙ্গু

বিশেষ মোবাইল এ্যাপ চালু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গুজ্বরের ছোবল থেকে নাগরিকদের সচেতন করতে স্টপ ডেঙ্গু নামে এক বিশেষ মোবাইল এ্যাপ চালু করেছে সরকার। এই এ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের যে কোন স্থানে মশার প্রজনন স্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করে মশা নিধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যাবে। এ্যাপটির উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এমপি। শনিবার সকালে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় স্কাউট ভবনে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই এ্যাপের উদ্বোধন করা হয়। একইসঙ্গে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো সরকারের পাঁচটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং চারটি সংস্থা একত্রে কাজ করতে চুক্তি করেছে সরকার।

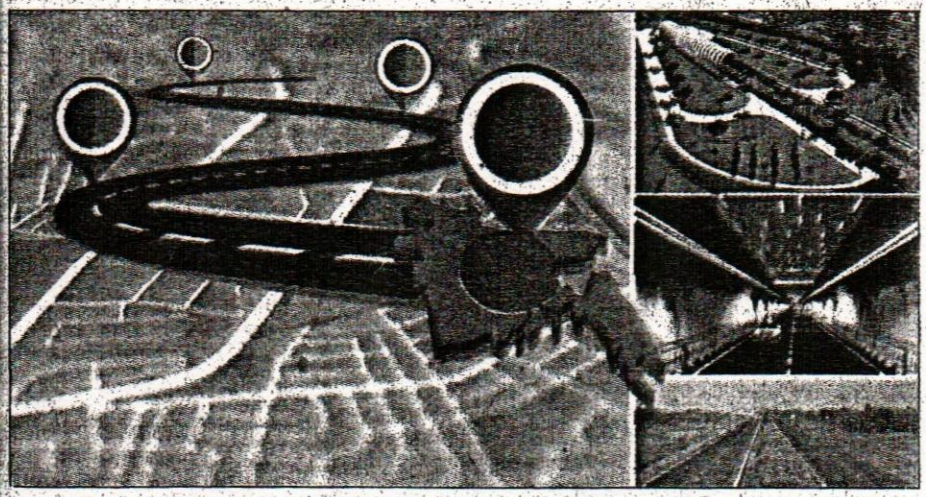

চুক্তি স্বাক্ষরের পর স্টপ ডেঙ্গু নামের এ বিশেষায়িত এ্যাপটি প্রকাশ করা হয়। ই-ক্যাব বাংলাদেশের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ্যাপটি তৈরিতে ই-পোস্ট ও বিডি-ইয়ুথ কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব, এসডিজির প্রধান সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা উত্তর
(৪ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

দিল্লীর হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর এআইআইএমএস হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৩৪ ইউনিট। আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে এখনও কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। খবর এনডিটিভির।

হাসপাতালটির জরুরী বিভাগের পাশেই আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ভবনের ভেতর আটকা পড়া মানুষকে উদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছে। হাসপাতালটির নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি রয়েছেন ভারতের সাবেক অর্থমন্ত্রী অরুন জেটলি।

হাসপাতালটির যেখানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সেখানে রোগীদের সংখ্যা কম। মূলত চিকিৎসকদের চেম্বার এবং গবেষণাগারগুলো ভবনের ওই
(২ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

এবার যুক্তরাষ্ট্রেও 'প্লাস্টিক বৃষ্টি'!

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ অপচনশীল প্লাস্টিকে ভরে যাচ্ছে পৃথিবী। ছড়িয়ে পড়ছে নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্রে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার ও বোল্ডার শহরের বৃষ্টির পানি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা মত দিয়েছেন, সেখানে রীতিমতো প্লাস্টিক বৃষ্টি হচ্ছে। খবর ওয়েবসাইটের।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র ও ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ পরিচালিত গবেষণায় বলা হয়েছে, খালি চোখে বৃষ্টির পানিতে মিশে থাকা প্লাস্টিক দেখা যায় না। তবে, সাধারণ ডিজিটাল ক্যামেরার সঙ্গে একটি বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপ লাগালে সহজেই খুঁজে পাওয়া
(২ পৃষ্ঠা ৮ কঃ দেখুন)

সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানায়, যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৬১ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকা বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। এ খাতে গত অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ৫৩ হাজার ৮১ কোটি টাকা। যোগাযোগ খাতের মধ্যে সড়ক বিভাগে সর্বোচ্চ ২৯ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

টেকসই ও নিরাপদ সড়ক মহাসড়ক উন্নয়ন, সেতু টানেল নির্মাণ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন, সমন্বিত ও আধুনিক নগর পরিবহন ব্যবস্থা, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা,
(৪ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

ইন পেইজ এখন সম্পূর্ন নতুন আঙ্গিকে
www.dailyjanakantha.com
ভিজিট করুন
জনকণ্ঠ অনলাইন পেইজে বিজ্ঞাপন দিন
যোগাযোগ করুন: ০১৮১৭৫২১৫১৪, ৯৩৪৭৭৯০ - পিএবিএক্স ইমেইল: adjanakantha93@gmail.com

স্টপ ডেঙ্গু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ এনামুর রহমান, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর কমিশনার ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান কমিশনার ড. মোজাম্মেল হক খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, বিশ্বের সফল দেশগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থপনার পদ্ধতি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। এজন্য বিদ্যুত বিভাগের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আশা করি দ্রুতই ব্যবস্থা নিতে পারব। তিনি এডিস মশার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করতে হবে জানিয়ে মন্ত্রী পাঠ্যসূচীর কারিকুলামে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তির আহ্বান জানান।

এলজিআরডি মন্ত্রী বলেন, কারিকুলামগুলো গরুর রচনা পড়িয়ে আমার কতটুকু লাভ হবে, তার চেয়ে বরং ট্রাফিক সিগন্যাল পড়ান, এডিস মশা কী জিনিস শেখানো, কোথায় জন্ম হয়, ছোটবেলা থেকে শিখলে, লাইফে এ্যাপলিকেশন আছে এমন যদি সিলেবাসে থাকে তবে অসুবিধা কোথায়? কোন রচনা পড়াব, কোন গল্প পড়াব এ সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে নিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা এডিস মশা মোকাবেলা করব, অন্যান্য মশাও মোকাবেলা করে ঢাকা শহরকে হংকং, সিঙ্গাপুরের মতো একটা দৃষ্টিনন্দন সুন্দর শহরে রূপান্তরিত করব।

এ্যাপটির ব্যবহার ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে যে কেউ সারাদেশের যে কোন স্থানে মশার প্রজনন স্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করতে পারবেন। এর মাধ্যমে পুরো দেশের মশার প্রজনন স্থানের ম্যাপিং তৈরি করা হবে। ফলে সিটি কর্পোরেশন এবং স্থানীয় সরকার খুব সহজেই কোন এলাকায় কতজন লোক নিয়োগ করতে হবে তা মশার জন্মস্থানের ঘনত্ব ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে পারবে। মশা নিয়ন্ত্রণে কী পরিমাণ ওষুধ কিনতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়টিও জানা যাবে। একইসঙ্গে পরবর্তী বছরের জন্য আগে থেকে সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নেয়া যাবে। পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিকে কীভাবে কোথায় চিকিৎসা সেবা দেয়া যাবে তা জানা যাবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ এনামুর রহমান বলেন, আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছুঁয়ে গেলেও ডেঙ্গুজ্বরকে এখনও দুর্যোগ বলছে না সরকার। তবে এটা দুর্যোগেরই শামিল বলে মনে করেন সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গু এখনও যে অবস্থায় আছে আমরা দুর্যোগ বলব না। তারপরও এটার ব্যাপকতা দুর্যোগেরই শামিল। আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় যেভাবে আমাদের সব দুর্যোগ মোকাবেলা করেছি, আমরা জনবল নিয়ে স্থানীয় সরকার, সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সহযোগিতা করব। নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারাদেশকে টার্গেট করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে। আমাদের আবর্জনা সরানোর বিষয়ে সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থাপনা নেই। আবর্জনা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবস্থাপনা করলে মশা নিধন করা সম্ভব। তবে শুধু ঢাকাকে মশা মুক্ত করব, সারাদেশ ডেঙ্গু আক্রান্ত থাকবে এতে মুক্তি পাব না। তা না হলে সারাদেশ থেকে ডেঙ্গু আবার ঢাকায় আসবে। কাজেই সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শাহ কামাল জানান, এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯ হাজার ৯৯৯ জন। মারা গেছে ৪০ জন এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন সাত হাজার ৭১৮ জন। চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪২ হাজার ২৪৩ জন। তবে ডেঙ্গুর এ ভয়াবহতার মধ্যে মহামারী বা দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করেছে বিভিন্ন সংগঠন।

অনুষ্ঠানে ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, প্রায় ১০ থেকে ১৫ জন যারা সমাজের জন্য কাজ করতে চান, এখানে স্কাউট আসতে পারে, এখানে জনপ্রতিনিধি আসবেন, সবাইকে নিয়ে এক একটি ওয়ার্ডকে ১০ ভাগ করে কাজ হবে। ম্যাপিং হয়ে গেছে। আমরা চিরুনি অভিযান করব। প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমরা দেখাব যে এখানে লার্ভা পাওয়া যায় কি না যায়। স্টিকার লাগিয়েছি। যেখানে লার্ভা পাওয়া যাবে, মেনশন করে দিব যে এখানে লার্ভা পাওয়া গেছে। এটা হচ্ছে প্রথম ১০ দিন। এরপর আমরা আবার যাব দেখতে ওই বাড়িগুলোর কী অবস্থা। তারপরও যদি লার্ভা পাওয়া যায়, বিনয়ের সঙ্গে বলছি ফাইন ছাড়া আর কোন গতি থাকবে না।

অনুষ্ঠানে স্টপ ডেঙ্গু এ্যাপের ব্যবহার ও কার্যকারিতা সম্পর্কে ই-ক্যাব সভাপতি শমী কায়সার বলেন, এই এ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে এডিস মশার জন্ম ও বেড়ে ওঠা, ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা, হাসপাতালের নাম, চিকিৎসা পদ্ধতি, এমনকি মশার প্রজনন ক্ষেত্রও শনাক্ত করা যাবে। এর মাধ্যমে সারাদেশে মশার প্রজনন স্থানের ম্যাপিংও করা সম্ভব হবে। শমী কায়সার জানান, যথাযথভাবে ব্যবহার করা গেলে এই এ্যাপ ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার সহজেই মশা নিধনে কাজ করতে পারবে। একইসঙ্গে স্থান অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, মশা নিধনের ওষুধ প্রয়োগ এবং আগাম প্রস্তুতিও নিতে পারবে সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস, ই-কমার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব), ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য অধিদফতর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি), আইসিটি বিভাগের অধীনে এটুআই প্রকল্প এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা চুক্তি সই করে। চুক্তি অনুযায়ী, পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সংক্রমিত রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রযুক্তির সহায়তায় নাগরিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে যে যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

জাতীয় ক্রিকেট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। আগামী দুই বছরের জন্য ডোমিঙ্গোকে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। বুধবার থেকে ডোমিঙ্গো এ দায়িত্বও নিয়ে ফেলবেন। বাংলাদেশ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

বিসিবি সভাপতি বলেন, 'শেষ পর্যন্ত তিনজন ছিল আমাদের টপ লিস্টে। কবে থেকে পাওয়া যাবে, আর কতটা সময় দিতে পারবে, সেটা বিবেচনায় নেয়ার পর দুইজন ছিলেন আমাদের তালিকায়। সেখান থেকে রাসেল ডোমিঙ্গোকে আমরা প্রধান কোচ হিসেবে চূড়ান্ত করেছি।'

সবসময় জাতীয় দলের সঙ্গে থাকবে। এমন কোচ নিয়োগ দেয়া এখন কঠিনই হয়ে পড়েছে। বিশ্বে এখন টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লীগের ছড়াছড়ি। জাতীয় দলে কোচিং করানোর সঙ্গে কোচরা এখন টি২০ লীগগুলোতেও কোচিং করাতে চান। তাই জাতীয় দলের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত থাকতে চান না। জাতীয় দলের সঙ্গে থাকার দিনক্ষণ নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু বিসিবি চেয়েছে স্থায়ী এমন একজন কোচ, যিনি শুধু বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। আর এখানেই এগিয়ে থাকেন ডোমিঙ্গো। নিউজিল্যান্ডের সাবেক সফল কোচ মাইক হেসন–বিসিবির তালিকাতে থাকলেও চাহিদার সঙ্গে মিল হয়নি। আর তাই বাংলাদেশে এসে সাক্ষাতকার দেয়া ডোমিঙ্গোকেই শেষ পর্যন্ত নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। ডোমিঙ্গোর পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট বিসিবি।

বিসিবি সভাপতিই যেমন বলেছেন, 'দুই বছরের জন্য চুক্তি হয়েছে। ডোমিঙ্গো বলেছে, আমার কোন ছুটি দরকার নেই। আমার কোন পিছুটান নাই। আমি এখানে থেকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই।' এগুলোই হচ্ছে মূল চাওয়া। যেখানটায় আমরা মনে করেছি, ও অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে।' সঙ্গে যোগ করেন, '২০২৩ বিশ্বকাপে আমাদের বেশ কিছু নতুন